**বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট**
হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা
(বিচার শাখা)
www.supremecourt.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নং-২৯ জে, তারিখ : ০৮ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

**বিষয়: অধস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহ এবং আদালত প্রাঙ্গণে অবস্থিত হোটেল/রেস্টুরেন্ট-এ তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ ও প্রস্তাবিত বিকল্প পণ্য সামগ্রী ব্যবহারের নির্দেশনা প্রসঙ্গে।**

সূত্র: পরিবেশ,বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের গত ১৪.১০.২০২৪ খ্রি.তারিখের ২২.০০.০০০০.০৭৫.২২.০০৩.২৩.৪৪২ নং ডিও।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, পরিবেশ দূষণ বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে অলোচিত এবং উদ্বেগের বিষয়। বায়ুদূষণ, প্লাস্টিক দূষণ, পানিদূষণসহ সার্বিকভাবে পরিবেশ দূষণ আমাদের দেশের তীব্র আকার ধারণ করেছে। বর্তমান সরকার এই দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের আলোকে পরিবেশ দূষণ রোধ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশ অঙ্গীকারবদ্ধ। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্লাস্টিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

২। প্লাস্টিকের ব্যাপক ব্যবহারজনিত সৃষ্ট দূষণ বিশেষতঃ সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রী হতে সৃষ্ট দূষণ পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকি হিসেবে বিরাজ করছে। এ প্রেক্ষাপটে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধঃস্তন দপ্তর/সংস্থাসমূহকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এর ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করা। এ ধারাবাহিকতায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ করার (Phase out) লক্ষ্যে 'কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১' এর বিধি-৯ এর আলোকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক এর তালিকা প্রজ্ঞাপন আকারে ২৮ আগস্ট ২০২৪ তারিখ সরকার কর্তৃক জারি করা হয়েছে।

৩। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে সকল দপ্তর/সংস্থায় তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক সামগ্রীর পরিবর্তে নিম্নলিখিত বিকল্পের প্রস্তাবনা করছে, যা অত্র কোর্ট এবং অত্র কোর্টের মাধ্যমে দেশের নিম্ন আদালতসমূহকে অবহিত করা আবশ্যক:

(ক) প্লাস্টিকের ফাইল, ফোল্ডারের পরিবর্তে কাগজ বা পরিবেশবান্ধব অন্যান্য সামগ্রীর তৈরি ফাইল ও ফোল্ডার ব্যবহার করা;
(খ) প্লাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে কটন/জুট ফেব্রিকের ব্যাগ ব্যবহার করা;
(গ) প্লাস্টিকের পানির বোতলের পরিবর্তে কাঁচের বোতল ও কাঁচের গ্যাস ব্যবহার করা;
(ঘ) প্লাস্টিকের ব্যানারের পরিবর্তে কটন ফেব্রিক, জুট ফেব্রিক বা বায়োডিগ্রেডেবল উপাদানে তৈরি ব্যানার ব্যবহার করা;
(ঙ) দাওয়াত পত্র, ভিজিটিং কার্ড ও বিভিন্ন ধরনের প্রচার পত্রে প্লাস্টিকের লেমিনেটেড পরিহার করা;
(চ) বিভিন্ন সভা/সেমিনারে সরবরাহকৃত খাবারের প্যাকেট যেন কাগজের হয়/পরিবেশ বান্ধব হয় সেটি নিশ্চিত করা;
(ছ) একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিকের প্লেট, গ্লাস, কাপ, স্ট্র, কাটলারিসহ সকল ধরনের পণ্য পরিহার করা;
(জ) প্লাস্টিকের কলমের পরিবর্তে পেনসিল/কাগজের কলম ব্যবহার করা;
(ঝ) বার্ষিক প্রতিবেদনসহ সকল ধরনের প্রকাশনায় লেমিনেটেড মোড়ক ও প্লাস্টিকের ব্যবহার পরিহার করা।
(ঞ) ফুলের তোড়া (Flower Bouquet)-তে প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধ করা।

৪। বাংলাদেশ সরকার ২০০২ সালে পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার, উৎপাদন, বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করেছে। উপরন্তু, পলিথিন ও Single Use Plastic (SUP) এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে অত্র কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ পরিবেশ আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করার পাশাপাশি দেশব্যাপী বাজার তদারকি, পলিথিন উৎপাদনকারী কারখানা বন্ধ, উৎপাদন যন্ত্র বাজেয়াপ্তকরণসহ সকল হোটেল, মোটেল ও রেস্টুরেন্ট এবং কোস্টাল এলাকায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় অত্র কোর্টসহ এর আওতাধীন আদালতসমূহ এবং আদালত প্রাঙ্গণে অবস্থিত হোটেল/রেস্টুরেন্ট-এ তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ ও প্রস্তাবিত বিকল্প পণ্য সামগ্রী ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানে অত্র কোর্টের আন্তঃরিক সহযোগিতা কামনা করেছে।

৬। এমতাবস্থায়, দেশের সকল অধঃস্তন আদালত/ট্রাইব্যুনালসমূহ এবং আদালত প্রাঙ্গণে অবস্থিত হোটেল/রেস্টুরেন্ট-এ তালিকাভুক্ত সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক (SUP) এবং নিষিদ্ধ পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার বন্ধ ও উপরিবর্ণিত প্রস্তাবিত বিকল্প পণ্য সামগ্রী ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আদিষ্ট হয়ে নির্দেশ প্রদান করা হলো।

**স্বাক্ষরিত**
**(আজিজ আহমদ ভূঞা)**
রেজিস্ট্রার জেনারেল
ফোন: ০২-২২৩৩৮২৭৮৫
ইমেইল: rg@supremecourt.gov.bd

স্মারক নং-১ই-২৭/২০১৭(অংশ-২)-৯১৬৯ জে, তারিখ : ০৮ কার্তিক, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ / ২৪ অক্টোবর, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

**অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):**

১। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। জেলা ও দায়রা জজ,---------- (সকল)।
৩। মহানগর দায়রা জজ, ---------- (সকল)।
৪। বিভাগীয় বিশেষ জজ, বিভাগীয় বিশেষ জজ আদালত, ----------(সকল)।
৫। বিচারক (জেলা জজ), নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল, ---------- (সকল)।
৬। বিচারক (জেলা জজ), জননিরাপত্তা বিঘ্নকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল,------- ---------- (সকল)।
৭। বিচারক (জেলা জজ), দ্রুমত বিচার ট্রাইব্যুনাল,--------- ---------- --------- (সকল)।
৮। বিচারক (জেলা জজ), সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ---------- --------- (সকল)।
৯। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
১০। সদস্য (জেলা জজ), প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল,---------- (সকল) ।
১১। সদস্য (জেলা জজ), শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা।
১২। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), শ্রম আদালত, ---------- (সকল)।
১৩। স্পেশাল জজ (জেলা জজ), স্পেশাল জজ আদালত ----------(সকল)।
১৪। বিচারক (জেলা ও দায়রা জজ), মানব পাচার অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল, ..... (সকল)।
১৫। বিচারক (জেলা জজ), সাইবার ট্রাইব্যুনাল, ..... (সকল)।
১৬। বিচারক ( জেলা জজ), পরিবেশ আপীল আদালত, ঢাকা ।
১৭। সদস্য (জেলা জজ), কাস্টমস্ এক্সসাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল,..... (সকল)।
১৮। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), ১ম/২য় কোর্ট অব সেটেলমেন্ট, সেগুন বাগিচা, ঢাকা ।
১৯। চেয়ারম্যান (জেলা জজ), নিম্নতম মজুরী বোর্ড, তোপখানা রোড, ঢাকা।
২০। বিচারক (জেলা জজ), স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা।
২১। সচিব (জেলা জজ), বাংলাদেশ বার কাউন্সিল, রমনা, ঢাকা।
২২। সদস্য (জেলা জজ), ট্যাকসেস অ্যাপীলেট ট্রাইব্যুনাল, দ্বৈত বেঞ্চ-৫, ঢাকা।
২৩। পরিচালক, জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থা, ১৪৫, বেইলী রোড, ঢাকা ।
২৪। সচিব, বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন সচিবালয়, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা ।
২৫। রেজিস্ট্রার, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল, পুরাতন হাইকোর্ট ভবন, ঢাকা।
২৬। পরিচালক (প্রশাসন), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৭। সচিব, আইন কমিশন, ১৫, কলেজ রোড, ঢাকা।
২৮। মহা-পরিচালক (লিগ্যাল এন্ড প্রসিকিউশন), দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা।
২৯। মহা-পরিদর্শক, (নিবন্ধন), নিবন্ধন পরিদপ্তর, ১৪, আঃ গণি রোড, ঢাকা।
৩০। যুগ্ম সচিব (আইন), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩১। যুগ্ম সচিব (আইন প্রণয়ন), বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩২। আইন উপদেষ্টা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৩। আইন উপদেষ্টা (জেলা জজ), কাস্টমস হাউস, চট্টগ্রাম।
৩৪। উপ-সচিব (লিগ্যাল), প্রশাসন বিভাগ, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।
৩৫। পরিচালক (অভিযোগ ও তদন্ত), জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, ঢাকা।
৩৬। আইন কর্মকর্তা, পুলিশ হেডকোয়ার্টারস, ঢাকা।
৩৭। চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৮। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট,----------(সকল)।
৩৯। সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, জেলা আইনজীবী সমিতি.....(সকল)।
৪০। আইন কর্মকর্তা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪১। আইন কর্মকর্তা, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, ঢাকা।
৪২। মাননীয় প্রধান বিচারপতির একান্ত সচিব, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৩। রেজিস্ট্রার, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল/শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল.....(চেয়ারম্যান মহোদয় সমীপে উপস্থাপনের অনুরোধসহ)।
৪৪। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, চট্টগ্রাম।
৪৫। রেজিস্ট্রার, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন, খাগড়াছড়ি।
৪৬। মাননীয় প্রধান বিচারপতির সচিব, হাইকোর্ট বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৭। জনসংযোগ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
৪৮। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা (বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪৯। অফিস কপি।

প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সকল বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে বিতরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ

২৪.১০.২৪

(মোঃ আতিকুস সামাদ)
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার)
ফোন: +৮৮০২২২৩৩৮১৮৬৫
ইমেইল:judicialdr1@gmail.com